R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
অকল্পনীয় ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

'ছাউনির ক্ষেত্রে
অপূর্ব অবদান'
স্থায়িত্ব, নির্ভরতা, টেকসই ও মজবুতের জন্য একমাত্র এভারেষ্ট এ্যাসবেসটস শীট ব্যবহার করুন।
মহকুমার একমাত্র ডিলার :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ

৬৩শ বর্ষ
২৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ২৯শে অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৮৩ সাল।
১৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭৬ সাল।
নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

রঘুনাথগঞ্জ হেড অফিস, গনকর সাব, জেলার কয়েকটি ডাকঘরের পুনর্বিন্যাস

বিশেষ প্রতিনিধি, ১৫ ডিসেম্বর—গনকরে বহু বিতর্কিত সাব পোষ্ট অফিস অবশেষে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করেছে। সাব পোষ্ট অফিসের অনুমোদন লাভ করেছে গনকরের মত মুর্শিদাবাদ জেলার আরো কয়েকটি ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস। এগুলি হল ঃ বাড়ালা, মনিগ্রাম, নিমগ্রাম ও নবগ্রাম। বাড়ালা এবং নবগ্রামের অনুমোদন আগেই হয়েছিল, ঘরের অভাবে এতদিন সাব পোষ্ট অফিস চালু করা সম্ভব হয়নি। বাকীগুলির অনুমোদন হয়েছে হালে। এবং খবর পাওয়া গিয়েছে খুব শিগ্‌গিরই এগুলির কাজ আরম্ভ হচ্ছে। এতদিন বাড়ালা ও গনকর ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস ছিল রঘুনাথগঞ্জ সাব পোষ্ট অফিসের অধীন এবং মনিগ্রাম, নিমগ্রাম ও নবগ্রাম ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসগুলি ছিল সাগরদীঘি সাব পোষ্ট অফিসের অধীন। এখন এরা নিজেরাই সাব পোষ্ট অফিসে উন্নীত হওয়ায় এদের অধীনে কয়েকটি করে ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস থাকবে এবং গ্রামের হাজার হাজার মানুষের সরাসরি উপকারে আসবে।

এই পুনবিন্যাসের ফলে রঘুনাথগঞ্জ সাব পোষ্ট অফিসটি হেড অফিসে উন্নীত হওয়ার অনুমোদন লাভ করেছে। এটি হওয়ার কথা ছিল কান্দীতে, শিকে ছিঁড়েছে রঘুনাথগঞ্জের ভাগ্যে। রঘুনাথগঞ্জ সাব পোষ্ট অফিসের জরাজীর্ণ পোড়ো বাড়ীটির সংস্কারের কাজেও হাত দেওয়া হয়েছে। ফলে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' এবং তার হাজার হাজার পাঠকের দাবি পূর্ণ হয়েছে। কারণ সকলের দাবি ছিল রঘুনাথগঞ্জ ডাকঘরের 'পুরাতত্ত্বের নিদর্শনরূপী' বাড়ীটির সংস্কারসাধন এবং গনকরের ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিসের সাব পোষ্ট অফিসের অনুমোদন। এখন দাবিগুলি পূরণ হয়েছে; বাড়তি হিসেবে পাওয়া গিয়েছে রঘুনাথগঞ্জ সাব পোষ্ট অফিসের হেড অফিসে রূপান্তর।

কবর থেকে মৃতদেহ তুলে ময়না তদন্ত সন্দেহ ঃ হত্যা, গ্রেপ্তার—১

সাগরদীঘি, ৬ ডিসেম্বর—জঙ্গিপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সি আই পুলিশের উপস্থিতিতে গত মঙ্গলবার এই থানার দস্তরহাট গ্রাম থেকে তোয়া বিবির (২০) মৃতদেহ তুলে ময়না তদন্তের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। পুলিশী সূত্রের এই খবরে প্রকাশ, ২৮ নভেম্বর রাত্রে তোয়া বিবির মৃত্যু ঘ ট এবং পরদিন সকালে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। তোয়া বিবি ঝি-এর কাজ করত গ্রামের এন্তাজ সেখের বাড়িতে। এবং এই বাড়িতেই সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। অথচ সে প্রায় দু'বছর হল স্বামীকে ছেড়ে দিয়েছে। মারা যাওয়ার সময় তার পেটে ছ'মাসের বাচ্চা ছিল। পুলিশের সন্দেহ ওই রাত্রেই এন্তাজের মা এবং বোন করবী জাতীয় ফল খাইয়ে তোয়া বিবির গর্ভপাত ঘটানোর চেষ্টা করার ফলে তার মৃত্যু ঘটে। পরদিন সকালে অসুখ করে মারা গিয়েছে বলে তাকে সমাধিস্থ করা হয়। একজন গ্রামবাসীর কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ যায় এবং তার মৃতদেহটি কবর থেকে তোলা হয়। তোয়া বিবি অন্তঃসত্ত্বা ছিল এ কথা পুলিশ গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জানতে পারে। পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গ্রামের আরসেদ সরকারকে গ্রেপ্তার করেছে। আরসেদ তোয়া বিবিকে সমাধিস্থ করার ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিল বলে অভিযোগ। ময়না তদন্তের রিপোরট

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ঔষধের পরিবর্তে সূঁচ

নীলরতন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ সার্জেন কমোডোর ডাঃ জি-সি মুখার্জীর প্রত্যক্ষ উপদেশনায় ও প্রতিষ্ঠাতা রাজ্য সম্পাদক অরুণকুমার দাসের নেতৃত্বে 'প্রক্রিয়া মেডিক্যাল এড্ কমিটি' কলিকাতা, ২৪ পরগণা, নদীয়া, মালদহ ও মুর্শিদাবাদে অসংখ্য শাখা গঠন করে বিনামূল্যে দুঃস্থ মানুষদের ঔষধদান ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বহিষ্কারের পুরস্কার

জঙ্গিপুর, ১২ ডিসেম্বর—জঙ্গিপুর স্কুলের জনৈক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী গত পরশু প্রকাশ্যে জনৈক শিক্ষককে লাঞ্ছিত করে। খবরে প্রকাশ, ছাত্রটি ওই দিন মাধ্যমিক টেষ্ট পরীক্ষা দেওয়ার সময় টোকার চেষ্টা করলে শিক্ষক তাকে পরীক্ষা হল থেকে বহিষ্কার করেন। সেই জন্যেই সে শিক্ষককে শহরের মহাবীরতলার সামনে প্রকাশ্য রাজপথে লাঞ্ছনা করে গুরু-দক্ষিণার ঋণ শোধের চেষ্টা করে।

বন্দেমাতরমের শতবর্ষ

কান্দীতে গত ১২ ডিসেম্বর কান্দী বন্দেমাতরম্ শতবর্ষ পূর্তি উৎসব সমিতির উদ্যোগে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের বিজয় দিবস পালিত হয়। সারাদিন-ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল সকালে তোপধ্বনি, প্রতি গৃহে শঙ্খ-ধ্বনি, প্রভাতফেরী, পথসভা, বিকেলে সাইকেল শোভাযাত্রা এবং সন্ধ্যায় গৃহে গৃহে আলোকসজ্জা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্মরণ করা যেতে পারে দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে ১৯১১ সালের এই দিনটিতে অর্থাৎ ১২ ডিসেম্বর তারিখে লরড্ কারজনের কুখ্যাত বঙ্গভঙ্গ আইনটি প্রত্যাহৃত হয়। বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের অমোঘ শক্তির কাছে বর্বর বৃটিশ শক্তি সেদিন নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। —প্রাপ্ত

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে অগ্রহায়ণ বুধবার, সন '৮৩ সাল।

প্রাক মাধ্যমিক

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষায় অষ্টম শ্রেণীর পাঠশেষে একটি সাধারণ পরীক্ষা চালু করার কথা ভাবা হইতেছে বলিয়া সংবাদ। একটি সমীক্ষক কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, অষ্টম শ্রেণীর অন্তে একটি সাধারণ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হউক। এই পরীক্ষার নাম প্রাক মাধ্যমিক অথবা আর কিছু, কী হইবে এখনও জানা যায়নি। তবে ইহা চালু হইলে কলেজীয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনটি পরীক্ষা স্তর অতিক্রম করিতে হইবে। বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক - এই দুইটি ধাপ রহিয়াছে।

সমীক্ষক কমিটি যে সুপারিশ করিয়াছেন, তাহার একটা পটভূমিকা রহিয়াছে। উচ্চ শিক্ষালাভ করিতে হইলে যথার্থ মেধার অধিকারী হইতে হইবে। গতানুগতিকভাবে যেমন-তেমন করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া কলেজে প্রবেশ করার প্রচেষ্টা অর্থহীন। এবং তাহার দ্বারা মেধা বা ধী-শক্তির উপযুক্ত বিকাশ ঘটিবে না। কেবল কিছু বাজারী নোট মুখস্থ করিয়া উগলাইলে সৃজনশীল প্রতিভার স্ফুরণ হয় না। তাই উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রকৃত মেধার যাচাই হউক—ইহা সকলেরই কাম্য।

আলোচনা-প্রসঙ্গে বলা যায় যে, রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা বা শিক্ষার ধারা এখনও একটা সুস্থিরতা লাভ করিতে পারে নাই। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়া তাহা চলিয়া আসিতেছে। আগেকার ম্যাট্রিকুলেশন (দশ শ্রেণীর), তাহার পর দুই বৎসরের ইনটারমিডিয়েট এবং তাহার পর দুই বৎসরের ডিগ্রীকোর্স বদলাইয়া একদিকে একাদশ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক এবং তৎপর তিন বৎসরের ডিগ্রীকোর্স এবং অন্যদিকে দশ বৎসরের স্কুল ফাইনাল শেষে এক বৎসরের প্রি-ইউনিভারসিটি কোর্স এবং তৎপর তিন বৎসরের ডিগ্রীকোর্স চালু করা হইয়াছিল। চুয়াত্তর সাল হইতে আবার মাধ্যমিক ব্যবস্থা হইল দশ বৎসরের এবং ইহার পর দুই বৎসরের উচ্চ মাধ্যমিক অন্তে তিন বৎসরের কলেজীয় শিক্ষাব্যবস্থা চালু হইয়াছে। একটি চালু ব্যবস্থা বদলাইয়া আরেকটির প্রবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু কিছু মুস্কিল দেখা যায়। পাঠ-ক্রমের উপযুক্ত গ্রেডেশন ইহাদের অন্যতম। কাজেই পাঠধারার পরিবর্তন যুগোপযোগিতার বিচারে যেমন প্রয়োজন, তেমনি দরকার শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য-সমন্বয় সাধনের। আর এইজন্য চিন্তা-শীল শিক্ষাবিদগণের সুচিন্তিত অভিমত আবশ্যক।

অষ্টম শ্রেণীর পর সাধারণ পরীক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। যে সব শিক্ষার্থী হাতে-কলমে কাজ করিতে চায়, তাহাদের অষ্টম শ্রেণীর পর আর সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন নাই। বিভিন্ন কারিগরী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেই চলিবে এবং ইহাতে যথেষ্ট সুফল আশা করা যায়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা আছে। দেশে কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা এবং কলিকাতাকেন্দ্রিকতা দূর করা খুবই প্রয়োজন। শিক্ষার্থী নিজের প্রবণতা এবং যোগ্যতা অনুসারে সে শিক্ষাগ্রহণে যেন কোন বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন না হয়—সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখা দরকার। অষ্টম শ্রেণীর পর সাধারণ পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য তবেই সার্থক হইবে।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

প্রসঙ্গ : উৎসব অনুষ্ঠান

সত্যনারায়ণ ভকতের 'উৎসব অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ' শিরোনামায় জঙ্গিপুর সংবাদের ২০, ২৩ এবং ২৪ সংখ্যার লেখাগুলি ভালো লাগলো। 'ছট' প্রসঙ্গে লেখার মধ্যে সত্যনারায়ণ বাবু উল্লেখ করেছেন, 'মেথর, মাল্লা, চামার, মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানীরা এই উৎসব পালন করে থাকেন।' এখানে লেখকের বক্তব্য স্পষ্ট নয়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে আঞ্চলিক মানুষের কথাও এর মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছে। 'হিন্দুস্থানী' না বলে যদি বলতেন বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানের মেয়েরা এই উৎসব পালন করেন, তাহলে আমার মনে হয়, ভালো হতো। সবশেষে লেখককে মুর্শিদাবাদের জৈনদের উৎসব নিয়ে কিছু লিখতে অনুরোধ করি—কারণ একদিন তাঁর লেখার আদর হবে।

—বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা-১৬।

ছোট্ট অভিযোগ

'মহকুমা শাসকের অনুমতি ছাড়া জঙ্গিপুর পুরসভা এলাকায় মাইক বাজানো নিষিদ্ধ'—কমপ্লেনবক্সের উদ্বোধনস্বরূপ সি আই (পুলিশ) এর কাছে সত্যনারায়ণ ভকতের এই অভিযোগটি নিঃসন্দেহে আদরণীয়, যদিও পূর্বে একবার আদেশ জারির পর সম্পূর্ণরূপ তা বাস্তবায়িত হয়নি। আমার কথা হল, সত্যনারায়ণ ভকতের এই অভিযোগটির মত আমার এই অভিযোগটিও যেন বিবেচনাধীনে থাকে :— অভিযোগটি হল, স্কুল (জঙ্গিপুর স্কুল তথা এই রকম সব স্কুলের কথাই বলছি) চলাকালীন যেন স্কুলের পাশের রাস্তায় মাইক বাজানো না হয়। শ্যামের বাঁশী শুনে যেমন শ্রীরাধা উতলা হয়ে উঠত, মাইকের এই কর্কশ আওয়াজেও পাঠরত চঞ্চল-মতি কিশোরের দলও উৎকর্ণ হয়ে ওঠে এবং পড়াশুনায় যথেষ্ট ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। কমপ্লেনবক্সে লিখিতভাবে না জানালেও শ্রীভকতের অভিযোগের সঙ্গে আমার এই ছোট্ট অভিযোগটি যেন শিক্ষার্থীদের হিতার্থে বিবেচনাধীনে থাকে। —সাধনকুমার দাস, জঙ্গিপুর স্কুল, একাদশ শ্রেণী, কলা বিভাগ।

ছাত্র সম্মেলনের প্রস্তুতি

আগামী ২৮, ২৯, ৩০ ডিসেম্বর '৭৬ প্রগ্রেসিভ ষ্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের (পি-এস্ ইউ) মুর্শিদাবাদ জেলা ছাত্র সম্মেলন বেলডাঙ্গায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে ছাত্র-কর্মীরা সম্মেলনের সাংগঠনিক কাজ ও প্রচার অভিযানে নেমেছেন। জেলার ষোলটি থানার বিশিষ্ট শিক্ষক, অধ্যাপক, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, আইন-জীবী, শ্রমিক ও ছাত্রদের নিয়ে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি ও যুগ্ম-সম্পাদক যথাক্রমে শম্ভু ভদ্র এবং আলাউদ্দন সেখ ও প্রিয়রঞ্জন ঘোষ। এই সম্মেলন উপলক্ষে এক বিরাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। —প্রাপ্ত

জঙ্গিপুরে পদাবলী কীর্ত্তন

রঘুনাথগঞ্জ, ১৩ ডিসেম্বর—ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণা-লয়ের সঙ্গীত ও নাটক শাখা এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের জঙ্গিপুর অফিসের যৌথ উদ্‌যোগে কলকাতার বেতার শিল্পী কানাই বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়ের পদাবলী কীর্ত্তন গান পরিবেশিত হয় মণ্ডলপুর, ঘোড়শালা, রঘুনাথগঞ্জ যুবক সঙ্ঘ এবং জঙ্গিপুর সরস্বতী লাইব্রেরীতে। সকল স্থানে প্রচুর দর্শক ও শ্রোতা সমাগম হয় এবং সকলে আনন্দের সঙ্গে কীর্ত্তন গান উপভোগ করেন।

ট্রেণের কামরায় বিদেশী মাল

ধুলিয়ান, ১২ ডিসেম্বর—ধুলিয়ান কাসটমসের অফিসাররা গতকাল এবং পরশু নিউ ফরাক্কা জংশন ষ্টেশনে কলকাতাগামী নিউ জলপাইগুড়ি প্যাসেঞ্জার ট্রেণ এবং জাতীয় সড়কের ফরাক্কা থেকে প্রায় এক হাজার টাকা মূল্যের বিদেশী চোরাই মাল উদ্ধার ও আটক করেছেন। আটক মালের মধ্যে রয়েছে ষ্ট্রেচলন কাপড়, জারমানের তৈরী এক টিন লাইটারের পাথর, হংকং-এর তৈরী দু'প্যাকেট তাস এবং পলিসটার ফেবরিক্স্।

বি-এড এর মার্কশীটে ভুল

জঙ্গিপুর : স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের সান্ধ্য বি-এড পরীক্ষার ফলাফলে একজন শিক্ষার্থীর মারকৃশীটে ভুল ধরা পড়েছে। শিক্ষার্থীর নাম সামসুদ্দিন আহমেদ, মারকৃশীট নাম্বার ২৫০০, রোল (মুর) নং ৩৩। তিনি ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন অথচ মারকৃশীটে শুধু 'পি' লেখা রয়েছে। তিনি মোট নম্বর পেয়েছেন ৪৬৩ ; ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হতে দরকার হয় ৪০০ নম্বর।

একজন শিক্ষক সাসপেণ্ড

সাগরদীঘি, ১৫ ডিসেম্বর— মনি-গ্রামের একজন প্রাথমিক স্কুল শিক্ষককে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। এই শিক্ষকের নাম গণেশ গাঙ্গুলী। তিনি অক্টোবর মাসে আংটি চুরির একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিজের ভাইপোর দুই পায়ে এবং পিঠে গরম সাঁড়াশি এবং শিক চেপে ধরে অমানুষিক অত্যাচার করেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় এবং আদালতে মামলা রুজু করা হয়।

উৎসব অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ/ সত্যনারায়ণ ভকত

চাঁদপাড়ায় রাস উৎসব

ইতিহাস প্রসিদ্ধ একআনা চাঁদপাড়া গ্রাম রাস পূর্ণিমায় আদিবাসীদের নিয়ে উৎসবে মেতে ওঠে। মুর্শিদাবাদ জেলার অনেক গ্রাম এবং শহরে এই উৎসব জাঁকজমকের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়। জেলার অন্যান্য শহর বা গ্রামের সঙ্গে সাগরদীঘি থানার চাঁদপাড়া, ন'পাড়া এবং নবগ্রাম থানার পাঁচগ্রামের রাস উৎসবে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে। তার অন্যতম কারণ রাসচক্রের সঙ্গে আদিবাসীদের একাত্মতা। রাস উৎসবকে কেন্দ্র করে সাঁওতালরা ধরা দেয় উৎসব-বৈচিত্র্যে।

শ্রীরাধিকার অহঙ্কার ভাঙার জন্য শ্রীকৃষ্ণ একসঙ্গে অনেক রাধাকৃষ্ণ দেখিয়েছিলেন—এই কাহিনীর সঙ্গে মিল রেখে গরু গাড়ির চাকার পুঁঠিতে চারদিকে একাধিক রাধাকৃষ্ণ মূর্তি গড়া হয়। মাঝে রাধাকৃষ্ণের যুগল বড় মূর্তি। একটা বুড়ির মূর্তি থাকে কিছুটা দূরে। সে চেয়ে চেয়ে রাসলীলা দেখে। যে মেলা দেখতে যায় সেই চাকাটা একবার করে ঘোরায়। একে বলা হয় 'রাসচক্র ঘূর্ণন'। তার আগে অবশ্য পূজো করা হয়। চাঁদপাড়ার সাঁওতালদের ধারণা, বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থায় জোতদার মুনাফাখোর প্রভৃতিদের অহংকার চূর্ণ করে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই গ্রামে রাস উৎসবের প্রবর্ত্তন করা হয়। তাই তারা রাস উৎসব উপলক্ষে পাঁচদিন শোষণের বিরুদ্ধে উল্লাসের আনন্দে মেতে ওঠে। নাচে,—গান করে এক একদিন এক এক রকম। রাস পূর্ণিমার দিন শুধুমাত্র পূজো হয় রাত্রে। মেলা বসে পরদিন থেকে। চলে চারদিন। সাঁওতাল রমণীরা এই চারদিন ভিন্ন ভিন্ন অর্থে পৃথক পৃথক চারটি গান গায়। তিনদিন কেবল মেয়েরাই নাচে এবং গান গায় হাত ধরাধরি করে। তাদের পরনে থাকে শাড়ী, গলায় ফুলের মালা, পাতার মালা, মাথায় লতা। পুরুষরা এই তিনদিন মাদল বাজায়, লাগড়া বাজায়, বাজায় বাঁশি। শেষ রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদীঘি ও নবগ্রাম থানা এলাকার সাঁওতালরা এসে যোগ দেয় চাঁদপাড়ার রাসমেলায়। সেদিন পুরুষরা হাস্যরস পরিবেশন করে। একে বলা হয় 'সবই' (তামাসা)। এদিন নারী-পুরুষ মিলিতভাবে নাচে। নাচের সঙ্গে গায়।

প্রথম দিনের গান ঃ—

চাঁদপাড়া নয়াপাড়া কুড়ি কোড়া
আডিমঞ্জ কুড়ি কোড়া
আডিমঞ্জ আডি সনৎ মন
লিয়া বাবা।
দা চিতা ধুরি হল ডিগ্‌লে
বাঁড়ুল রাকাপ সাকাম হল
হালাং হাপাটি ॥

আমরা চাঁদপাড়া হইতে নয়াপাড়া পর্যন্ত আদিবাসী লোক খুবই আনন্দের মধ্যে আছি। আমরা সকলেই এক। যদি কোন গাছের পাতা খসে পড়ে, আমরা সমান করে ভাগ করে নিই। আর যখন জোর কদমে সকলে জলের উপর দিয়ে যাব তখন জলের ধুলো উড়বে।

দ্বিতীয় দিনের গান ঃ—

চাম্পা গাড়দ লিলি বিচি
বাদলি কয়ডা লিকান গড় হন
দয়গা চাম্পা বাদলি কঁয়ডা
দায়াগে গাড় বোন বাগিয়াদা

পূর্বে আমাদের কিস্কু রাজা ছিল। তাঁর রাজধানী ও গড় ছিল। তিনি চক্রান্তের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে রাজধানী ত্যাগ করেন। কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করেন নি। আদিবাসীরা পূর্বে সমাজ ব্যবস্থায় ও সভ্যতায় অনেক উন্নত ছিল। আজ তা হারিয়েছে বলে দুঃখ প্রকাশ করছে।

তৃতীয় দিনের গান ঃ—

গোটা ধারতি বাবা জাতি ধরম
বাসা বুদাকো রাকাপ কেদা
বোগে বুদাকো রাকাপ কেদা
বোগে আরি চালি ধরম কো দহয়া
শয়তান ধরমদ বাং তাহেনা
ধরতি রেদে বাবা বোগে ধরম
আনতে
ধরম দুয়ারেমে তেঙ্গেলেনা।
সারি ধরম গে মানওয়াকো
তালারে
জানিচ শয়তান ধরম বাং তাহেনা
যুগ হিলোরে বাবা দাদা কো
হটঃ রে পয়তা তাঁহে কানা
হরমা মারাং এন দ্রিসম হড়
তালারে
পয়তা সানাম কো বাগিয়াদা।

সমগ্র দেশে আজ আদিবাসী জাতি ধর্মের ভিত্তিতে সংগঠিত হওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সৎ সনাতন ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শয়তান ও কু-ধর্ম বর্জন করতে আমরা বদ্ধপরিকর। যুগে যুগে আদিবাসী যখন ছত্রভঙ্গ হয় ও ধর্ম লোপ পায়, তখনই পূর্ব স্মৃতি স্মরণ করে একত্রিত হয়ে রক্ষার পরিকল্পনা করে গানের মাধ্যমে আহ্বান জানায়।

উৎসবমুখর শেষ দিনের গান ঃ—

পিলকু হারাম বিদালরে
মানওয়া কো তালারে
সারি ধরম গেহ তাঁহেলে না
দিসায়া বোন হো ধারতি মানওয়া
ঠাকুর জিউ তালারে।
সারি ধরম তা বোন পাস্থড় কান
হিসকা বাড়ায়তে আবোন তালারে
বগে ধরম বোন বাগিয়াক কান
দে বোন তেঙ্গো সমাহো যত
আদিবাসী
সমাজ রাণা কাপদারে লেকা।

আদিবাসীদের বংশবৃদ্ধির জন্মদাতার আমলে আদিবাসীদের সত্য ধর্ম ছিল। তখন ঠাকুর জিউ (ব্রহ্মা) কে পূজো করত। আজ হিংসার যুগে, ধর্ম বিলুপ্তির যুগে সকল আদিবাসী একত্রিত হয়ে সমাজ রক্ষা করতে প্রচেষ্টা চালাবে।

(সাঁওতালী ভাষায় গান এবং বাংলা অর্থ চাঁদপাড়া আদিবাসী উন্নয়ন সমিতির সম্পাদক এবং মুর্শিদাবাদ জেলা তফশিলী জাতি ও উপজাতি উন্নয়ন সমিতির সদস্য কমলারঞ্জন প্রামাণিকের সৌজন্যে সংগৃহীত।)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—**সদরঘাট**
ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

এখন দুর্গাপুর সিমেন্ট
২১·৫০ পঃ মূল্যে
পাওয়া যাচ্ছে
মাঙ্গিলাল মুন্দ্রা (ষ্টকিষ্ট)
জঙ্গিপুর ফোন—২১
সৌজন্যে : **মুন্দ্রা বস্ত্রালয়**
জঙ্গিপুর ফোন—৩৯

'এ্যাম্বুলেন্স পারাপারের ব্যবস্থা করুন'

জঙ্গিপুর : রঘুনাথগঞ্জ হতে জঙ্গিপুর বা জঙ্গিপুর হতে রঘুনাথগঞ্জে মুমূর্ষু ও অসুস্থ রোগীর পারাপারের কোন ব্যবস্থা নাই। আশু এই সমস্যার সমাধান না করলে যে কোন সময় মরণাপন্ন রোগীর মৃত্যু ঘটার আশঙ্কা। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাসপাতালে ষ্ট্রেচারে করে রোগী নিয়ে যাওয়ার অসুবিধা বলেই এ্যাম্বুলেন্স পারাপারের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছেন নদীর এ পারের হাজার হাজার মানুষ।

হোমগারড চাই

জঙ্গিপুর, ১৪ ডিসেম্বর—শহরে পাক্ষিক নৈশ প্রহরার জন্য হোমগারড চাই। জনসাধারণের এই দাবির কথা জানিয়ে আমাদের সংবাদদাতা লিখছেন, জঙ্গিপুর এবং রঘুনাথগঞ্জ যৌথ থানা হোমগারড কর্তৃপক্ষ প্রায় বছরখানেক হল জঙ্গিপুর শহর থেকে হোমগারড ও পেট্রল ডিউটি উঠিয়ে দিয়েছেন। অথচ নিরাপত্তার জন্য হোমগারডের প্রহরার ব্যবস্থা বিশেষ প্রয়োজন। মুষ্টিমেয় যে ক'জন কনস্টেবল নগর পরিক্রমা করে প্রয়োজনের তুলনায় তা অনেক কম। অপর দিকে রঘুনাথগঞ্জে হোমগারড প্রহরার ব্যবস্থা অব্যাহত আছে। এখন এখানকার নাগরিকদের দাবি রঘুনাথগঞ্জের মত জঙ্গিপুর শহরেও অমাবস্যার পাক্ষিক নৈশ প্রহরায় হোমগারডদের নিয়োগ করা হোক।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা শ্রীমৃণালকান্তি দত্ত ও শ্রীধ্রুবকান্তি দত্ত, পিতা শ্রীবামাচরণ প্রামাণিক, সাং রঘুনাথগঞ্জ। আমরা জঙ্গিপুর এস, ডি, ই, এম এর আদালতে আফিডেবিট করে আজ ৭ ডিসেম্বর '৭৬ হতে শ্রীমৃণালকান্তি প্রামাণিক ও শ্রীধ্রুবকান্তি প্রামাণিক হলাম।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

রাজ্য অকৃষি প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) অর্ডিন্যান্স

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গ অকৃষি প্রজাস্বত্ব (সংশোধন) অর্ডিন্যান্স (১৯৭৬) জারি করেছেন।

রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন কৃষি ও অকৃষি জমি, কোনরকম অধিকার ছাড়াই, গ্রাম গ্রামাঞ্চলের ভূমিহীন ব্যক্তিদের বন্দোবস্ত দেওয়া হচ্ছে। কৃষি জমির ক্ষেত্রে যাঁদের নামে জমি বরাদ্দ করা হয়েছে তাঁরা প্রতিষ্ঠানিক ঋণ পাওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার আইনের ৪৯ ধারার (১ ক) উপধারা অনুযায়ী বরাদ্দ করা জমি হস্তান্তর করতে পারেন না, কেবল জমি বন্ধক দিয়েই তাঁরা ঐ ঋণ পেতে পারেন। --নিউজ ব্যুরো

ইঁদুর-ধ্বংস অভিযান

সারা দেশে আজ ইঁদুর-ধ্বংস অভিযান শুরু হয়েছে। প্রতি বছরই ইঁদুরের উৎপাতে প্রচুর পরিমাণে শস্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দেখা গেছে শস্যের কীট শত্রুর থেকেও ইঁদুর বেশী পরিমাণে শস্য ধ্বংস করে।

এই অভিযান সফল করার জন্য প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে সংঘবদ্ধভাবে কাজ চালাতে হবে। কারণ অতি দ্রুতগতিতে ইঁদুরের বংশ বৃদ্ধি হয়। একটি স্ত্রী ইঁদুর বছরে প্রায় ১০বার সন্তানবতী হয় এবং প্রত্যেক বার কম করে অন্ততঃ ১০টি ছানা প্রসব করে। তাই এই অভিযান সফল করে তুলতে আজ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্ররা এবং স্বেচ্ছাসেবকরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। অবশ্য প্রতিটি প্রান্তেই অভিযান স্বাধীনভাবে সংগঠিত হতে পারে। তবে বড় জায়গাগুলিকে ব্লকে ভাগ করে নিলে অভিযানে সুবিধা হবে।

অভিযানের আগে ইঁদুরদের বাস করার গর্তগুলি কোথায় কোথায় তা জেনে নিতে হবে এবং বিষ দিয়ে ফাঁদ পাতার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এর পর সেই স্থানগুলি পরিদর্শন করে মৃত ইঁদুরগুলি সংগ্রহ করে সংখ্যা গণনা করে নিতে হবে। তারপর ফাঁদ পাতার বিষ ও মরা ইঁদুরগুলি কিভাবে নষ্ট করা যায় সে বিষয়ে পরিকল্পনা করতে হবে। যে সব স্থান ইঁদুরমুক্ত করা হয়েছে, সেখানে আবার যাতে ইঁদুরের উৎপাত না হয় সেদিকে কড়া নজর দেওয়া একান্ত দরকার। ক্ষেত-খামার, গুদাম ঘর, ঘর-বাড়ী প্রভৃতি জঞ্জালমুক্ত রাখতে হবে নইলে ইঁদুরের উৎপাত কমার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। —এফ আই ইউ

কবর থেকে তুলে ময়না তদন্ত (১ম পৃষ্ঠার পর)

পুলিশ এখনও হাসপাতাল থেকে পায়নি। তদন্ত চলছে। এই ঘটনায় এই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ফরাক্কায় একজন খুন : জাগালদারি সংক্রান্ত বিরোধের ফলে গতকাল রাত্রে ফরাক্কা থানার কেন্দুয়া নতুনপাড়ায় নুরুল সেখ নামে জনৈক গ্রামবাসী খুন হয়েছেন বলে পুলিশী সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রকাশ, রাত্রি সাড়ে এগারটা নাগাদ রিয়াজুদ্দিন সেখের নেতৃত্বে প্রায় ৩০ জন সশস্ত্র লোক নুরুল সেখ এবং তার সহোদর গিয়াস সেখকে আক্রমণ করলে তাঁরা গুরুতরভাবে আহত হন। পরে আশংকাজনক অবস্থায় তাঁদের দু'ভাইকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে নুরুল সেখের মৃত্যু ঘটে।

ঔষধের পরিবর্তে সূঁচ (১ম পৃষ্ঠার পর)

গোরাবাজার বহরমপুরে ডাঃ বিজয় বসুর সভাপতিত্বে গঠিত ডাঃ কোটনিস স্মৃতিরক্ষা কমিটির সহযোগিতায় একটি আকুপাংচার চিকিৎসা কেন্দ্রও স্থাপন করেছেন। এই কেন্দ্রে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন স্থান থেকে রোগীরা এসে অভাবনীয় ফল পাচ্ছেন। বিশেষ করে বাত, প্যারালাইসিস, হাঁপানি, পোলিও, ব্রনকাইটিস, সাইনুসাইটিস, একজিমা, সাইটিকা এবং যে কোন পেশী ও নার্ভজনিত ব্যথায় আরোগ্যলাভ করেছেন বা করছেন।

আগামী দু মাসের মধ্যে কমিটি ফরাক্কা, জিয়াগঞ্জ ও মালিহাটীতে আরও ৩টি আকুপাংচার চিকিৎসা কেন্দ্র খোলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারে কমিটির অস্থায়ী রাজ্য-সম্পাদক অমল মজুমদার ও মুর্শিদাবাদ জেলা সম্পাদক তপন গোস্বামী সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এই বেসা প্রতিষ্ঠানের পাশে এসে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। —প্রাপ্ত

আর কয়লা ব্যবহারের প্রয়োজন নেই

ধোঁয়াহীন জ্বালানী আজই ব্যবহার করুন

❋ এতে ধোঁয়া একেবারেই হয় না।
❋ আঁচও বেশ জোরালো এবং বহুক্ষণ স্থায়ী হয়।
❋ কয়লা ভাঙ্গার কোন ঝামেলাই থাকে না।
★ রান্নার সরঞ্জামে কালো দাগ লাগার কোন প্রশ্নই উঠে না।
❋ হ্যাঁ, ঘরও বেশ পরিচ্ছন্ন থাকে।
❋ এর ব্যবহার ঠিক কয়লার মতই সহজ।
★ রান্নার পর জ্বলন্ত অবস্থায় এগুলোকে চিমটে দিয়ে তুলে ঠাণ্ডা করে রাখলে পরদিন আবার ব্যবহার করতে পারা যায়।

প্রস্তুতকারক—মডার্ণ ব্রিকেট্ ইনডাস্ট্রিজ
মিঞাপুর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

জবাকুসুম

তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?
তা বেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।
কিন্তু তেল না মেখে চুলের যত্ন নিবি কি করে?
আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।
জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও ভারী ভাল হয়।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।